R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা

বি কে

ষ্টীল ফার্ণিচার

অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৮ সাল।
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

কর্মী অভাবে ধুঁকছে জেলার আবগারী দপ্তর, সুযোগ বুঝে বেআইনী মাদক ব্যবসার রমরমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারা মুর্শিদাবাদ জেলার আবগারী দপ্তরের মোট ৯টি সেন্টার কর্মী ও গাড়ীর অভাবে ধুঁকছে। সুযোগ বুঝে মহকুমার ফরাক্কা থেকে সাগরদীঘি থানার সর্বত্র চলছে বেআইনী মাদক দ্রব্য ও চোলাই মদের রমরমা ব্যবসা। সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ভিন রাজ্যের বিদেশী মদ বিক্রি হচ্ছে কোথাও অবাধে, কোথাও লুকিয়ে। এ ব্যাপারে আবগারী দপ্তর সঠিকভাবে এবং সময়মতো এসব বেআইনী কারবারে ব্যবস্থা নিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে জানা যায়। আবগারী দপ্তরে জেলায় মোট কনস্টেবল মাত্র ৭২ জন। জেলার ৯টি সেন্টারের জন্য তিনটি গাড়ী থাকলেও একটি চিররুগ্ন, বিকল। একটি ভ্যানগাড়ী সীজ করা মাল নিয়ে আসার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকী সবেধন নীলমনি একটি গাড়ী জেলা সদরের কাজেই ব্যস্ত। তাই বহরমপুরের বাইরে বেআইনী মাদক দ্রব্য ধরতে দপ্তরকে প্রাইভেট গাড়ী ভাড়া করতে হয়। জেলার ৯টি সেন্টারে ৯জন সাব-ইন্সপেক্টর থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে আছেন ৭জন, ইন্সপেক্টর ৩জন। অথচ এই জেলা থেকেই গত আর্থিক বছরে আবগারী দপ্তর সূত্রে সরকারের ঘরে রাজস্ব জমা পড়েছে প্রায় ৯ কোটি টাকা। জঙ্গিপুর মহকুমার সামসেরগঞ্জ ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

ঠাকুর ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে জরুর গ্রামে অশান্তি, অভিযুক্ত দুই ভাই পলাতক

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামে সরস্বতী ঠাকুরের হাত ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে গ্রামে অশান্তি ও বাড়ী ভাঙ্গচুর করায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবরে প্রকাশ, গত ১৯ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি ক্লাব ঠাকুর বিসর্জন করতে নিয়ে যাবার সময় নৈমুদ্দিন সেখ নামে জনৈক সিপিএমের স্থানীয় পার্টি সদস্যের সঙ্গে ক্লাবের ছেলেদের বচসা বাধে। মাইক বাজানো বন্ধ করা নিয়েই নাকি অশান্তির শুরু। গ্রামে খবর গেলে নৈমুদ্দিনের দাদা সাজ্জাদ সেখ ঘটনাস্থলে এসে ধস্তাধস্তি বাধিয়ে ঠাকুরের একটি হাত ভেঙ্গে দেন। এতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসীরা। তারা ঠাকুর নিয়েই সোজা রঘুনাথগঞ্জ থানায় চলে আসেন। থানার ওসির নির্দেশ মতো সেই রাতে ঠাকুর গঙ্গায় বিসর্জনের সময় ক্লাব সদস্যরা ভাঙ্গা ঠাকুরের ছবিও তুলে নেয়। গ্রামে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট না হয় সেজন্য পুলিশ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পুলিশ ২০ ফেব্রুয়ারী গ্রামে গিয়ে নৈমুদ্দিন বা সাজ্জাদ কাউকে বাড়ীতে না পেয়ে তাদের ঘর ভেঙ্গে দামী সামগ্রী সীজ করে। সাজ্জাদের ঘর থেকে অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা হয় বলে খবর। এলাকায় সাজ্জাদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহু মামলা মোকর্দমা, বাকযুদ্ধ ও হাতাহাতির পর অবশেষে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী প্রায় দু' বছর ধরে অচল হয়ে থাকা মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল নিল কংগ্রেস—তৃণমূল কংগ্রেসের জোট। ঐ দিন কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় এবং মহকুমা শাসক ছোটেন ডি লামার উপস্থিতিতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর আদালতে কোর্ট ফি উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিগত ১৫ দিন যাবৎ জঙ্গিপুর আদালতে কোর্ট ফি উধাও। ট্রেজারী অফিসারকে এ ব্যাপারে আইনজীবীদের কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। ৫ পয়সা থেকে ৭৫ পয়সা দামের কোন কোর্ট ফি না থাকায় বেশী পয়সা দিয়ে আদালতের কাজ চালানো হচ্ছে বলে খবর। কবে তা মিলবে তারও কোন খবর নাই।

তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরুর গ্রামে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী হবে বলে স্থির করলেন পাওয়ার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘিতে পরিবেশ দূষণ কন্ট্রোল বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্তা-ব্যক্তিরা এলাকার ১০জনকে ডেকে তাদের বক্তব্য শোনেন। উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ছোটেন ডি লামা, (শেষ পৃঃ)

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

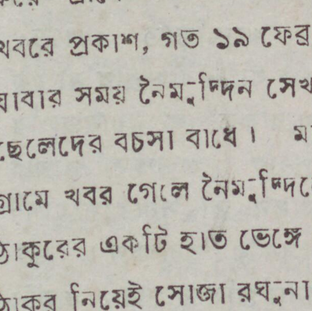

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী হর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৮ সাল।

॥ অবহেলা কেন ? ॥

সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশে একরকমের প্লেগ রোগ যে মারণযজ্ঞ শুরু করিয়াছিল, তাহাতে সকলেই চিন্তিত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়েন, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৯৮ সালে সুরাটে প্লেগ রোগের মহামারী রূপ এবং নরনিধনের স্মৃতি মানুষের মন হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। এই নিদারুণ ব্যাধির উপযুক্ত মোকাবিলা করিবার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য—সব সরকারকেই তৎপর থাকিতে হইবে।

প্রসঙ্গত কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র অ্যান্টি প্লেগ বিভাগের কথা আসিয়া পড়িতেছে। প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, পাক' স্ট্রিট মল্লিক বাজারের ক্রসিংস্থলে অবস্থিত রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অ্যান্টি প্লেগ সংস্থাটির অস্তিত্ব নাকি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের অনেকেরই অজানা। প্রকাশিত সংবাদ সত্য হইলেও বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কষ্ট হইতেছে যে, এক জরাজীর্ণ বাড়ির একটি অংশে উল্লেখিত বিভাগটি রহিয়াছে। প্লেগ জীবাণু পরীক্ষার ল্যাবরেটারিটি একটি প্রায়ান্ধকার ধূলিধূসর কক্ষে রহিয়াছে। বাড়ির বাহিরটা ঝোপজঙ্গলময়; দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়া খসিয়া ইটের কঙ্কাল পরিদৃশ্যমান। সেই ধূলিমলিন কক্ষে পুরাতন দিনের যন্ত্রপাতি দিয়া এই ভয়াবহ রোগের জীবাণুর সন্ধান কতটুকু সফল হইতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

খবরে প্রকাশ যে, শুধুমাত্র কলকাতার প্রায় হাজারখানেক ইঁদুরের রক্ত এক বৎসরে পরীক্ষা করিয়াও প্লেগ জীবাণু পাওয়া যায় নাই। এই সংস্থার ভারপ্রাপ্ত এপিডেমিক অফিসার একজন মাত্র। ৬/৭ জন নন-মেডিকেল টেকনিক্যাল স্টাফ ও অন্যান্য কর্মচারী লইয়া মোট ৩৩ জন বর্তমানে রহিয়াছেন; থাকার কথা নাকি ১৩০ জন। ব্যাকটেরিওলজিস্ট ও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন কর্মী দীর্ঘদিন ধরিয়া নাই বলিয়া ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে স্বল্পসংখ্যক কর্মী এবং আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ প্লেগরোগের জীবাণু সন্ধানের জন্য সর্বত্র কাজ চালান খুবই অসুবিধাজনক এবং কার্যত অসম্ভব। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করা দরকার। আমরা আশা করিব, প্রকাশিত সংবাদ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে রাজ্য সরকার তৎপর হউন। নতুবা পরম পরিতাপের বিষয় হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অবৈধ উচ্ছেদ প্রসঙ্গে

(১)

আপনার পত্রিকায় ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০২ সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় 'শহর সাজাতে .....লকগেটগুলো' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়েই এই পত্রের অবতারণা করতে বাধ্য হলাম। এই সংবাদে পৌরপিতাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে 'গত ৭ই জানুয়ারী বোর্ড অব কাউন্সিলারদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় ফাঁসিতলার ডায়মন্ড ক্লাব থেকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক মোড় পর্যন্ত যে সব বসত বাড়ী পুরসভার জায়গা অবৈধভাবে দখল করে আছে তাদের এখনই উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে ঐ তারিখের বোর্ড অব কাউন্সিলারদের সভায় উপস্থিত একজন কাউন্সিলার হিসাবে জানাই সেইদিন ওই ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এখন চেয়ারম্যান যদি সভা হয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালে রেজুলিশন বহিতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন তাহলে স্বতন্ত্র কথা। যেমন ইতিপূর্বে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এই শিরোনামেই প্রকাশিত হঠাৎ কলোনী উচ্ছেদ প্রসঙ্গে আপনার কাগজে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন —তিনি এ ধরনের কোন কথা আপনার সাংবাদিককে বলেননি। মাননীয় মহকুমা শাসক-এর সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনিও এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান।

ধন্যবাদান্তে—
অনুরাধা ব্যানার্জী
কাউন্সিলার (জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটি
১৬/০২/০২

সংবাদদাতার বক্তব্য ঃ সংবাদে অতিরঞ্জিত কোন উদ্ধৃতি থাকলে পুরপতি স্বয়ং প্রতিবাদ করতেন। হঠাৎ কলোনী নয়, মহকুমা শাসক সি ডি লামা বলেছেন শহরের সব অবৈধ জবর দখল ধাপে ধাপে পরিষ্কার করা হবে (All illegal encroachment will be removed)। সংবাদের শেষে 'শেষ খবরে জানা যায়, গত ৭ জানুয়ারী....' প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা পুরপতি নয়, পুরসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস কমিশনার বিকাশ নন্দ সূত্রে প্রাপ্ত খবর। সর্বোপরি আপনার চিঠিতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, চেয়ারম্যান সভা হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তীতে রেজুলিশন বহিতে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করে থাকতে পারেন, যা তিনি ইতিপূর্বে করেছেন। আপনার মতো একজন দায়িত্বশীল বিরোধী কমিশনারের কাছে এমন হতাশা নয়, পুরপতির এ ধরনের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে পুরবাসী আপনাদের মতো লড়াকু দল এস ইউ সি আই-এর কাছে জোরদার আন্দোলন কি আশা করতে পারে না ?

(২)

খড়খড়ি নদীর সংস্কার প্রসঙ্গে

রঘুনাথগঞ্জ শহরের পশ্চিমদিকে রাম সেন সেতুর নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে খড়খড়ি—গঙ্গার একটি শাখা নদী। শহরের জমা জল ফাঁসিতলার নয়ানজলি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে খড়খড়িতে পড়ে। নয়ানজলির জলপ্রবাহ যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য জঙ্গীপুর পুর কর্তৃপক্ষ নয়ানজলির সংস্কার করে জলপ্রবাহ অব্যাহত রাখার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা সময়োপযোগী এবং একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ শহরের বন্যা প্রতিরোধের একটা অন্যতম উপায় বিশেষ। কিন্তু খড়খড়ির বর্তমান যা অবস্থা তাতে শহরের জল নয়ানজলি দিয়ে গিয়ে খড়খড়িতে পড়লেও খড়খড়ির নাব্যতা না থাকায় জল বেরিয়ে যেতে পারবে না। বিগত ২০০০ সালের বন্যার অভিজ্ঞতা সে কথাই বলে। খড়খড়ির নাব্যতা বাড়াবার জন্য খড়খড়ি নদীর সংস্কার একান্ত আবশ্যক, অন্যথায় সম্ভাব্য বন্যার প্রকোপ থেকে শহরকে বাঁচানো যাবে কি ? এ ব্যাপারে পুর কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন কিছু ভাবছেন কি ?

বিনীত—
কাশীনাথ ভকত
রঘুনাথগঞ্জ

ঘোড়ার গাড়ি বন্ধ হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান শহরে ঘোড়ায় টানা টাঙ্গাগাড়ি চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে। ধুলিয়ান শহর ও সংলগ্ন এলাকায় যাত্রী ও মাল পরিবহনে টাঙ্গা ছিল অপরিহার্য, স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবহন ব্যবস্থাকে রুজী হিসেবে গ্রহণ করেছে কয়েক শত পরিবার, সমস্যা তাদের। জানা গেছে ধুলিয়ান শহরে ৩০০ ঘোড়ারগাড়ি ও ২৫টি গরুর গাড়ি চলে। গত ২৮ জানুয়ারী ধুলিয়ান পুরসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঘোড়ার গাড়ি বন্ধ করা হবে। কারণ হিসেবে বলা হয়, ঘোড়ার গাড়ি চলার ফলে রাস্তাঘাট নোংরা হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া রোগ জীবাণু ছড়াচ্ছে। উপ-পৌরপতি জানিয়েছেন ঘোড়াগাড়ি চালকদের মার্চ মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে ঘোড়ার গাড়ির পরিবর্তে অন্য কোন যান ব্যবহার করতে চাইলে পুরসভা সহায়তা দেবে। উনি আরও জানান ধুলিয়ান পাকুড় রোডের পাশে বেআইনীভাবে তোলা দোকান-দারদেরও উচ্ছেদ করা হবে। উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স করার কথা জানালেও দরিদ্র ব্যবসায়ীরা তা কতটা ব্যবহার করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

জেলার পর্যটন বিকাশে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার পর্যটন বিকাশে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে জিয়াগঞ্জ জেলা মিউজিয়ামের উন্নয়নের জন্য চলতি অর্থ বর্ষে আট লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মিউজিয়ামের সংস্কারের জন্য এই বরাদ্দ জেলা পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি তথা জেলার সভাধিপতি ও কমিটির সচিব তথা জেলা শাসকের অনুমোদন ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক গৌতম গাঙ্গুলী এ খবর দিয়ে বলেন যে, সমস্ত পুরা স্থাপত্য জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার প্রয়োজন। সেগুলির জন্যও চলতি অর্থ বর্ষে দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে বলেও গৌতমবাবু জানান। এ ছাড়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে জেলার পর্যটনের ওপর একটি পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির পঞ্চায়েত সমিতির নতুন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়ে গেল ১৮ ফেব্রুয়ারী। প্রস্তর ফলক উন্মোচন করেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী। সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশীষ ব্যানার্জী। এ ছাড়া সভায় জেলা শাসক মনোজ পন্থ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিডিও স্বরূপ সিকদার, বিধায়ক পরেশ দাস এবং সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। সভায় পঞ্চায়েতের উন্নতি এবং অগ্রগতি সম্পর্কে সকলেই তাঁদের বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন নতুন ভবনে গ্রামের মানুষের পরিষেবা আরও প্রসার লাভ করবে গ্রামের সকল মানুষেরই সহযোগিতায়। বিধায়ক পরেশ দাস বলেন সরকারী কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের পরিবেশ যাতে ঠিক থাকে তার জন্যই তৈরী হল এই নতুন ভবন।

অগ্রগতির ২৪ বছর

সবার কাজে.....সবার মাঝে

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার বিগত ২৪ বছরে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে রাজ্যের সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত ও সুস্থায়ী করেছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সরকারের যুগান্তকারী ভূমিকা প্রতিটি ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে স্বার্থরক্ষার অনন্য নজির।

* কৃষিজ ফলন, মৎস্য চাষ ও প্রাণীসম্পদ বিকাশে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য * বিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভূমি সংস্কারে নজিরবিহীন সাফল্য * গ্রাম্য জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি * শিক্ষা, সংস্কৃতি ও লোক সৃষ্টির ধারাবাহিক বিকাশ * নগরায়ন ও আবাসনে গঠনমূলক প্রয়াস * পরিবেশ উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ * আদিবাসী ও সংখ্যা লঘুদের কল্যাণে সুসংহত কর্মসূচী * জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় নিরলস কৃতিত্ব * শিল্প পুনর্গঠনে রাজ্যের অর্থনীতিতে সমৃদ্ধির জোয়ার * বিদ্যুৎ, সড়ক যোগাযোগসহ প্রতিটি পরিকাঠামোয় পরিকল্পিত উন্নতি * জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে কার্যকরী ও যথাযথ ভূমিকা * পর্যটন শিল্পের প্রসারে আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ।

সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের প্রয়াস নিরন্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক সংখ্যা ১২৬ (৩২) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১৯/২/২০০২

পথ দুর্ঘটনায় আইনজীবীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ৩৪নং জাতীয় সড়কের কেডিয়া পাম্পের কাছে পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন জঙ্গীপুর আদালতের আইনজীবী কামারুজ্জামান (২৪)। খবরে প্রকাশ ঐদিন তিনি মোটর সাইকেলে চেপে যাচ্ছিলেন বহরমপুরের দিকে। পথে একটি ট্রেলারকে ওভারটেক করার সময় সামনের দিক থেকে আসা একটি টাটা সুমোর সঙ্গে তাদের ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই কামারুজ্জামান মারা যান। সাইকেলের চালক কামারুজ্জামানের ভাই আহত অবস্থায় জঙ্গীপুর হাসপাতালে।

কবির মৃত্যুতে স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি অগ্নিবীণা সব পেয়েছির আসরে কবি হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ স্মরণে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হৃদয়রঞ্জন মঞ্চে। সভাপতিত্ব করেন অমলেন্দু মাঝি। পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় তার লেখা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। 'পল্লীহাট' নামে সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকা তিনি দীর্ঘদিন প্রকাশ করেছিলেন। সভায় কবিতা পাঠ ও ভক্তিমূলক গান পরিবেশিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে কৃষি ও তার সহযোগী ক্ষেত্র যেমন কৃষি-শিল্প, ক্ষুদ্রসেচ, কৃষি যন্ত্রাদি সরবরাহ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য চাষ, হিমঘর নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ, কুটির শিল্প, পরিবহনসহ বিভিন্ন প্রকার অর্থকরী প্রকল্পে সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলি সহজ শর্তে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণী বিশেষতঃ মহিলাদের আর্থিক তথা সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ঋণদানের ব্যবস্থা করে চলেছে।

ঋণের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সময়ানুগ ঋণ পরিশোধ অত্যন্ত জরুরী। ঋণ পরিশোধ গাফিলতি থাকলে আসন্ন মরশুমে কৃষি, কৃষি সহযোগী এবং অকৃষিজ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋণ বন্টন এবং প্রকল্প রূপায়ণে সমবায় সমিতিগুলি যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হবে। ফলে কৃষকসহ জনসাধারণের অন্যান্য অংশ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়বেন। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে চাহিদামত ঋণ দিতে পারে সেজন্য সদস্যরা নিজ উদ্যোগেই সমবায় ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করুন, এই আবেদন জানাই। সুদসহ কৃষি ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করলে রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুসারে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক সদস্যগণ নির্ধারিত হারে সুদ ফেরতের সুযোগ পাবেন। সমবায় ঋণ মকুবের কোন সিদ্ধান্ত নেই।

সমবায় ঋণ আদায়ের কাজে পঞ্চায়েত, কৃষক সংগঠন, সমবায় সমিতি ও স্থানীয় বিধায়কসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

স্বাঃ-

(বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য)

স্মারক সংখ্যা ১২৭ (২২) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১৯/২/২০০২

প্রকাশ্য স্থানে গণ্ড কাটা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুর এলাকায় প্রকাশ্য স্থানে হাঁস, মুরগী, ছাগল কাটা হয়। রাস্তার পাশে খোলা জায়গায় পশুকে কাটার পর তাদের হাড়, রক্ত, চামড়া প্রভৃতিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিষ্কার করা হয় না। উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত কসাইখানা ছাড়াই অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশু কাটা হলেও পুরসভা নীরব। যে জনবহুল রাস্তা বিশেষতঃ শিব মন্দির এলাকায় ৭/৮টি রাস্তার ধারে কসাইখানা আছে। এই রাস্তা দিয়ে ছাত্রছাত্রী ও শিশুরাও যাতায়াত করে। এ ব্যাপারে ধুলিয়ান পুরসভা ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন শহরবাসীরা।

পরলোকে সৌরীন ডাক্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল গ্রামের সৌরীন্দ্রকুমার সিন্‌হা ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করলেন। তিনি জোতকমল উচ্চ বিদ্যালয়ে একটানা ৩৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। ফুটবল ও ভলিবলের বিশিষ্ট খেলোয়াড় এবং প্রশিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। এলাকায় সৌরীন ডাক্তার হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন।

তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী হবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিডিও, সাগরদীঘির বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমুখ ব্যক্তিরা। পাওয়ার ডেভেলেপমেন্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানান ৭৮৫ হেক্টার জমির এই প্রজেক্ট এলাকা। এখানে ২০০৬ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ২০০০ মেগাওয়াট। ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানান যাদের জমি এই প্রকল্পে নেওয়া হবে জমির রকম অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। প্রয়োজনে কিছু কর্মসংস্থানও করা হবে।

দুই ভাই পলাতক (১ম পৃষ্ঠার পর)

সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনেন গ্রামবাসীরা এর পূর্বেও তার বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মে সে যুক্ত ছিল। তাঁর বাড়ী এবং আশপাশ এলাকার উপর কড়া নজর রেখেছে বলে জানা যায়।

বেআইনী মাদক ব্যবসায় রমরমা (১ম পৃষ্ঠার পর)

রঘুনাথগঞ্জ সেন্টারে রাজস্ব ওঠে মাসে যথাক্রমে প্রায় ২০ ও ২৫ লাখ টাকা। মহকুমার সেন্টার দুটি—রঘুনাথগঞ্জ ও ধুলিয়ান। এই দুটি ছাড়াও জিয়াগঞ্জ—মোট তিনটি সেন্টারের দায়িত্বে আছেন একজন ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সন্তোষ দাস। যাঁর না আছে কোন অফিস ট্যুরের গাড়ী, না আছে কোন অফিস। রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা এলাকার ভাড়া করা বাসাই তাঁর অফিস। যদিও সেখানে অফিসিয়াল পরিকাঠামো বলতে কিছুই নেই। ফরাক্কা থেকে সাগরদীঘি পর্যন্ত মহকুমার পাঁচটি থানার দায়িত্বে একজন ওসি গৌতম মুখার্জী। বাইরে থেকে গাড়ী ভাড়া করে তাকেই দৌড়তে হয় মহকুমার উত্তর থেকে দক্ষিণে। প্রয়োজনে কেসের ডেটে আদালতে হাজিরা দিতে হয় ঐ ওসিকেই। আবগারী দপ্তরের জনৈক অফিসার আক্ষেপের সঙ্গে জানান, এই পরিস্থিতিতে আমরা কেমন কাজ করতে পারবো বুঝতেই পারছেন। সরকার চাপ দিচ্ছে প্রতি বছর মদ বিক্রি পরিমাণে ১৫-২০ শতাংশ বাড়াতে। সেহেতু আমরাই সরকারের রেভিনিউ অফিসার। আবার বেআইনী মাদক দ্রব্য বিক্রি বন্ধে আমরাই প্রিভেনটিভ অফিসার। তাই দুইয়ের মাঝে পড়ে এবং কর্মী স্বল্পতায় যেমন কাজ হয় ঠিক তেমনিই কাজ হচ্ছে তামাম মুর্শিদাবাদ জেলাসহ রাজ্যের সর্বত্র।

কংগ্রেসের দখলে (১ম পৃষ্ঠার পর)

২০ সদস্যের বোর্ডে কংগ্রেসের ১০ জন ও তৃণমূলের ২ জন সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ড গড়ে কংগ্রেস। সিপিএমের ৮ সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। প্রধান নির্বাচিত হ'ন রেখা মাল। এর আগে পঞ্চায়েতটি ছিল সিপিএমের দখলে।

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

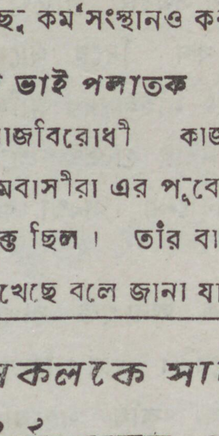

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।